তারিখ ... APR 2014 ...
পৃষ্ঠা ... কলাম ...

নওগাঁ : দ্বিতীয় শ্রেণীর শিক্ষার্থীদের পাঠদান করছে চতুর্থ শ্রেণীর ছাত্র তুহিন — সমকাল

শিক্ষার্থীরাই এখানে শিক্ষক

নওগাঁ প্রতিনিধি/নিয়ামতপুর সংবাদদাতা

নিয়ামতপুর উপজেলার দামপুরা সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শ্রেণী পাঠদান চলছে চতুর্থ ও পঞ্চম শ্রেণীর ছাত্রছাত্রী দিয়ে। প্রধান শিক্ষকসহ দু'জন সহকারী শিক্ষক না থাকায় এমনটি হচ্ছে প্রতিদিন। ফলে ওই বিদ্যালয়ের প্রাথমিক শিক্ষা ব্যবস্থা ভেঙে পড়েছে। এ বিষয়টি জেনেও কোনো প্রকার ব্যবস্থা গ্রহণ করছে না সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ।

বর্তমানে বিদ্যালয়টিতে অধ্যয়নরত ছাত্রছাত্রীর সংখ্যা ২১৯। অনুমোদিত শিক্ষক প্রধান শিক্ষকসহ ৫ জন। কর্মরত রয়েছেন দু'জন। তাদের একজন দাফতরিক কাজে উপজেলা সদরে গেলে বা ছুটিতে থাকলে এত ছাত্রছাত্রীকে তিনটি শ্রেণীকক্ষে সামলাতে হয় একজন শিক্ষককেই।

বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক জেসমিন আরা ২০১২ সালের ১ জুলাই স্বেচ্ছায় অব্যাহতি নিলে প্রধান শিক্ষকের পদটি শূন্য হয়। এর পর ৪ জন শিক্ষক দিয়েই চলছিল বিদ্যালয়টি। হঠাৎ উপজেলা শিক্ষা অফিস ২০১২ সালের ৩০ জুলাই ওই বিদ্যালয় থেকে বদলি করে দেয় সহকারী শিক্ষক হাসমত আরাকে। এর পর বিদ্যালয়টিতে শুরু হয় শিক্ষক সংকট। বিদ্যালয়টিতে ৩ জন শিক্ষক দিয়েই পাঠদান চলছিল। কিন্তু গত ১৫ মার্চ সহকারী শিক্ষক বজলুর রহমান অবসরে গেলে শিক্ষক থাকেন মাত্র দু'জন।

রসুলপুর ইউনিয়নে অবস্থিত বিদ্যালয়টিতে গিয়ে দেখা যায়, চতুর্থ শ্রেণীর ছাত্র তুহিন গণিত বিষয়ে নিজ শ্রেণীতে পাঠদান করছে।

নিয়ামতপুর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়

তুহিন জানায়, সে প্রতিদিন তার নিজ ক্লাসে শিক্ষকের পরামর্শে পাঠদান করছে।

ওই বিদ্যালয়ের তৃতীয় শ্রেণীর ছাত্রী তামান্নার বাবা রবিউল ইসলাম জানান, বিদ্যালয়টিতে প্রয়োজনীয় সংখ্যক শিক্ষক না থাকায় শিক্ষা ব্যবস্থা ভেঙে পড়েছে। কোমলমতি শিক্ষার্থীদের উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ নিয়েও দেখা দিয়েছে চরম হতাশা।

বিদ্যালয়ের ভারপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষক নূরে আফরোজা বলেন, শিক্ষক সংকটের কারণেই বাধ্য হয়ে ছাত্রছাত্রীকে দিয়ে শ্রেণী পাঠদান করানো হচ্ছে।

বিদ্যালয় পরিচালনা কমিটির সভাপতি সুলতান আলী শেখ বলেন, সংকট নিরসনে সংসদ সদস্য, উপজেলা চেয়ারম্যান ও শিক্ষা অফিসারকে বিষয়টি অবহিত করেও কোনো প্রতিকার পাওয়া যাচ্ছে না।

উপজেলা শিক্ষা কর্মকর্তা (ভারপ্রাপ্ত) মোখলেসুর রহমান বলেন, বর্তমানে শিক্ষক বদলির বিষয়টি বন্ধ থাকায় কিছু করা যাচ্ছে না।